দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ AUG. 12 1999
পৃষ্ঠা ৩ কলাম ৬

52

বাগেরহাট এবং পটুয়াখালীতে ২ শতাধিক শিক্ষা কর্মকর্তা ও শিক্ষকের পদ শূন্য

বাগেরহাট জেলায় ১০ জন শিক্ষা কর্মকর্তাসহ ৫৯ জন শিক্ষকের পদ শূন্য রহিয়াছে। পটুয়াখালী জেলায় দেড় শতাধিক প্রাথমিক শিক্ষক ও শিক্ষা কর্মকর্তার পদ শূন্য। ফলে এই দুইটি জেলায় বিদ্যালয় তদারকীসহ বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা কার্যক্রম বিঘ্নিত হইতেছে।

বাগেরহাট সংবাদদাতা ॥ বর্তমানে জেলা সহকারী প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার পদ প্রায় ২ বৎসর শূন্য, সহকারী মনিটারিং অফিসার পদ ৬ মাস যাবৎ শূন্য। চিতলমারী, মোংলা, রামপাল, ফকিরহাট থানা শিক্ষা অফিসারের ৪টি পদ শূন্য। বাগেরহাট সদর, মোরেলগঞ্জ, রামপাল ও মোল্লারহাট থানা সহকারী শিক্ষা অফিসার ৪টি পদ শূন্য। জেলায় ২৫টি প্রধান শিক্ষক ও ৩৪টি সহকারী শিক্ষকের পদ শূন্য রহিয়াছে।

জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিস

(১২শ পৃঃ দ্রঃ)

শিক্ষকের পদ শূন্য

(৩য় পৃঃ পর)

সূত্রে জানা যায়, জেলার মোট ৯টি থানার মধ্যে চিতলমারী, মোংলা, রামপাল, ফকিরহাট থানা শিক্ষা কর্মকর্তা নাই।

ইহাছাড়া মোরেলগঞ্জ, রামপাল, মোল্লাহাট ও সদর থানার সহকারী শিক্ষা কর্মকর্তার পদ শূন্য। প্রধান শিক্ষক ও সহকারী শিক্ষকের শূন্য পদগুলির মধ্যে রহিয়াছে বাগেরহাট সদর থানায় ২টি প্রধান শিক্ষক ও ১২টি সহকারী শিক্ষক, ফকিরহাট থানায় ২টি প্রধান শিক্ষক ও ৪টি সহকারী শিক্ষক, মোল্লাহাট থানায় ৫টি প্রধান শিক্ষক ও ১টি সহকারী শিক্ষক, কচুয়া থানায় ৬টি প্রধান শিক্ষক ও ৩টি সহকারী শিক্ষক, মোরেলগঞ্জ থানায় ৭টি প্রধান শিক্ষক ও ৮টি সহকারী শিক্ষক। শরনখোলা থানায় ২টি প্রধান শিক্ষক, ৪টি সহকারী শিক্ষক, রামপাল থানায় ১টি প্রধান শিক্ষক ও মোংলা থানায় ২টি সহকারী শিক্ষকের পদ শূন্য। এদিকে এবছর জেলার বিভিন্ন থানায় কর্মরত কর্মকর্তা ও শিক্ষকদের মধ্যে যাহাদের অবসর গ্রহণের সময় হইয়াছে তাহারা অবসর গ্রহণ করিলে শূন্য পদের সংখ্যা আরও বৃদ্ধি পাবে বলিয়া জেলা শিক্ষা অফিস সুত্রে জানা যায়।

মীর্জাগঞ্জ (পটুয়াখালী) সংবাদদাতা ॥ বর্তমানে এই জেলায় ৩টি থানা শিক্ষা কর্মকর্তা, ৬টি সহকারী থানা শিক্ষা কর্মকর্তা, ৫০টি প্রধান শিক্ষক ও ১০৩টি সহকারী শিক্ষকের পদ শূন্য রহিয়াছে। জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিস সূত্রে জানা যায়, জেলার মোট ৬টি থানার মধ্যে মীর্জাগঞ্জ, বাউফল ও দশমিনা এই ৩ থানায় শিক্ষা কর্মকর্তা নাই। ইহাছাড়া পটুয়াখালী সদর থানায় ১টি, বাউফল থানায় ২টি, গলাচিপা থানায় ২টি ও কলাপাড়া থানায় ১টি সহকারী শিক্ষা কর্মকর্তার পদ শূন্য। প্রধান শিক্ষক ও সহকারী শিক্ষকের শূন্য পদগুলির মধ্যে রহিয়াছে পটুয়াখালী সদর থানায় ৯টি প্রধান শিক্ষক ও ৮টি সহকারী শিক্ষক, গলাচিপা থানায় ১৭টি প্রধান শিক্ষক ও ৩৫টি সহকারী শিক্ষক, বাউফল থানায় ৯টি প্রধান শিক্ষক ও ২৫টি সহকারী শিক্ষক, কলাপাড়া থানায় ৮টি প্রধান শিক্ষক ও ১৮টি সহকারী শিক্ষক, মীর্জাগঞ্জ থানায় ৫টি প্রধান শিক্ষক ও ৯টি সহকারী শিক্ষক এবং দশমিনা থানায় ২টি প্রধান শিক্ষক ও ৮টি সহকারী শিক্ষকের পদ। এদিকে চলতি বছর জেলার বিভিন্ন থানায় কর্মরত কর্মকর্তা ও শিক্ষকের মধ্যে যাহাদের অবসরগ্রহণের সময় হইয়া গিয়াছে তাহারা অবসরগ্রহণ করিলে শূন্য পদের সংখ্যা আরও বৃদ্ধি পাইবে বলিয়া জেলা শিক্ষা কর্মকর্তা উল্লেখ করেন। তবে কতজন কর্মকর্তা ও শিক্ষক অবসরগ্রহণ করিতেছেন ঐ সকল অবসরগ্রহণকারীদের তালিকা গত ২১শে জুলাই এই রিপোর্ট সংগ্রহের দিন পর্যন্ত জেলা শিক্ষা অফিসে পাওয়া যায় নাই।